জগতি রেলওয়ে স্টেশন

বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে প্রাচীন রেলওয়ে স্টেশন হিসাবে পরিচিত কুষ্টিয়া জেলার জগতি রেলওয়ে স্টেশন। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা-কুষ্টিয়া রুটে যাতায়াতের জন্য জগতি স্টেশনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৬২ খ্রি. এবং শুভ উদ্বোধন হয় ১৫ই নভেম্বর ১৮৬২ খ্রি.। সেই সময় বাংলাদেশের মানুষ রেলগাড়িকে 'লোহার ঘোড়া' নামে অভিহিত করত। মূলত ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা-রানাঘাট লাইনকে বর্ধিত করে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেললাইন শাখা উন্মোচন করলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার ভূখণ্ডে প্রথম রেলস্টেশন জগতি। এটি একসময় কুষ্টিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বিশেষ করে পাট ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত। এছাড়া জগতি স্টেশন হতে একটি সাইডিং লাইন টিয়া সুগার মিলের সাথে সংযুক্ত ছিল, বর্তমানে সাইডিং লাইনটি বন্ধ।

জগতি স্টেশনে মোট প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা ০৪ (চার) টি। যার মধ্যে মেইনলাইন প্ল্যাটফর্ম ০১ (এক) টি, সাইডিং লাইন প্ল্যাটফর্ম ০১ (এক) টি এবং লুপ লাইন প্ল্যাটফর্ম ০২ (দুই) টি। কুষ্টিয়া শহর হতে জগতি স্টেশন এর দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। জগতি স্টেশনের মূল ভবনটি সেমি দোতলা ভবন, যার নিচে একটি রুম এবং উপরে দুইটি রুম রয়েছে; নিচের একটি রুম যাত্রীদের বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্য এবং অন্য একটি রুম স্টেশন কার্য পরিচালনার জন্য। এছাড়া অন্যান্য রুমগুলি অপারেশনালসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য।

জগতি বাজার রেলগেটে এলেই ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে প্রায় দেড় শতবর্ষী প্রাচীন লাল ইটের রেলওয়ে ভবনকে। কালের পরিক্রমায় রেলওয়ে ভবনটি বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। টিনের চালাও মরিচা ধরে জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। স্টেশনটির কিছুটা দূরে পশ্চিম দিকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পানির চাহিদা মেটাতে তৈরি করা হয়েছিল একটি বিশালাকার পানির ট্যাংক; যা এখন পরিত্যক্ত। বর্তমানে জগতি স্টেশনে একটিমাত্র লোকাল ট্রেনের যাত্রাবিরতী আছে। এছাড়া স্টেশন এলাকায় মালবাহী গাড়ি থেকে পাথর খালাস করে রাখা হয়।